জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের প্রায় ১.৮৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য উপ-খাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে, জেলে সম্প্রদায় অঞ্চলভেদে বিভিন্ন জলাশয়ে বিভিন্ন ধরণের জাল ও সরঞ্জাম দিয়ে মাছ আহরণ করে থাকে। কোন কোন জেলে সারা বছরই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে আবার কেউ কেউ বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত থাকে। ২০১২ সালের পূর্বে জেলেদের কোন সঠিক পরিসংখ্যান ছিল না। ফলশ্রুতিতে প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করা যেতো না, সরকারি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জেলে নির্বাচনে সমস্যা হত। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মৎস্যজীবীদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর জানুয়ারি মেয়াদে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র ২০১৬ হতে জুন ২০১২ প্রদানশীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রায় ১৬.২০ লক্ষ জেলেকে নিবন্ধিত করা হয়। তন্মধ্যে ১৪.২০ লক্ষ জেলেকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। জেলে নিবন্ধন, পরিচয়পত্র প্রদান ও নিবন্ধন তালিকা হালনাগাদকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটে ৪৮১৮-রেজিষ্ট্রেশন ফি খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। বরাদ্দকৃত অর্থে সুষ্ঠুভাবে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিকা **(Guidelines)** প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২.০ শিরোনামঃ এ নির্দেশিকা 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯' নামে অভিহিত হবে।

৩.০ সংজ্ঞা:

৩.১ "জেলে" অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্রধারী জেলে যিনি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কোন জলাশয়ে পেশাগতভাবে জাল, অন্যান্য সরঞ্জাম অথবা নৌকা/নৌযান ব্যবহার করে সারা বছর অথবা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে;

৩.২ "জলাশয়" অর্থ সরকারি মালিকানাধীন প্রাকৃতিক কোন উন্মুক্ত বা বদ্ধ জলাশয়, যথা- সমুদ্র, উপকূল, নদী, হাওর, বাঁওড়, প্লাবনভূমি, মরা নদী, বরোপিট, দিঘি, হ্রদ বা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বৃহৎ কোন জলাশয়;

৩.৩ "নিবন্ধন" অর্থ এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী জেলেদের নিবন্ধন;

৩.৪ "পরিচয়পত্র" অর্থ এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৮ অনুযায়ী নিবন্ধিত জেলেদের প্রদত্ত পরিচয়পত্র;

৩.৫ "জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৮ এ বর্ণিত "উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি";

৩.৬ "মহাপরিচালক" অর্থ মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

৩.৭ "Online data base" অর্থ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৮(১) এ নিবন্ধনের জন্য ছকে বর্ণিত মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান ডিজিটাল তথ্যাদি।

৩.৮ " জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন ফরম" অর্থ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১১ এ বর্ণিত ফরম।

৪.০ উদ্দেশ্য:

৪.১ জেলেদের চিহ্নিতকরণ, নিবন্ধন, পরিচয়পত্র প্রদান ও নিবন্ধন তালিকা হালনাগাদকরণ;
৪.২ জেলেদেরকে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রণোদনা এবং পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানের কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

৫.০ প্রযোজ্যক্ষেত্র:

এ নির্দেশিকা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক জলাশয়ে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জেলেদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৬.০ জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের শর্তাবলী:

৬.১ বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক এবং জাতীয় পরিচয়পত্রধারী হতে হবে।
৬.২ আবেদনকারীকে মৎস্য আহরণ পেশায় নিয়োজিত থাকতে হবে এবং এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৩(১) অনুযায়ী জেলে হতে হবে।
৬.৩ জেলে হিসেবে নিবন্ধিত ও পরিচয়পত্রধারীর মৃত্যু হলে তিনি তালিকা থেকে বাদ যাবেন।
৬.৪ পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করে উপজেলা মৎস্য অফিসকে অবহিত করতে হবে। উপজেলা কমিটির সুপারিশক্রমে মহাপরিচালক প্রতিলিপি (Duplicate) পরিচয়পত্র ইস্যু করবেন এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা উহা বিতরণ করবেন।

৭.০ নিবন্ধনের জন্য আবেদনের নিয়মাবলী এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া:

৭.১ জেলেরা নিজ সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবর এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১১ তে উল্লিখিত ফরমে আবেদন করতে পারবে।
৭.২ আবেদনের সাথে জেলের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ, ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে।
৭.৩ প্রাপ্ত আবেদনপত্র "উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি" যাচাই বাছাই করে চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন ও নিবন্ধন প্রদান এবং উপজেলা মৎস্য অফিস Online data base এ ডাটা এন্ট্রি করবে।
৭.৪ "উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি" কর্তৃক নিবন্ধিত জেলেদের তালিকা পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য সুপারিশসহ মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করবে।
৭.৫ মহাপরিচালক কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র স্ব স্ব উপজেলায় বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য অফিসে প্রেরণ করবে।

৮.০ নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান হালনাগাদ কার্যক্রম:

৮.১ নিবন্ধিত ও পরিচয়পত্রধারীদের ডাটাবেজে মৃত জেলেদের নাম বাদ ও নতুন জেলেদের নাম Online data base এ অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রতিবছর জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে উপজেলা মৎস্য অফিস ডাটাবেজ হালনাগাদের কাজ করবে।
৮.২ উপজেলা পর্যায়ে নিবন্ধন ও হালনাগাদ প্রক্রিয়ার ব্যয় নির্বাহের জন্য মহাপরিচালক রাজস্ব বাজেটের রেজিস্ট্রেশন ফি কোড হতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে। উক্ত অর্থ সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য অফিসার বলবৎ সরকারি বিধিবিধান অনুসারে ব্যয় করবে এবং বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক অডিটযোগ্য হবে।

৮.৩ মহাপরিচালক জেলেদের পরিচয়পত্র মুদ্রণ বাবদ ব্যয় মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট হতে নির্বাহ করবে। উক্ত অর্থ বলবৎ সরকারি বিধিবিধান অনুসারে ব্যয় করতে হবে এবং বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক অডিটযোগ্য হবে।

৯.০ উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি:

১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২) উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
৩) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৪) উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য
৫) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য
৬) উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার	সদস্য
৭) উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার	সদস্য
৮) উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার	সদস্য
৯) উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
১০) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সদস্য
১১) স্থানীয় মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) দুই জন	সদস্য
১২) সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

৯.১ কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) জেলে হিসেবে নিবন্ধন/হালনাগাদের জন্য প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করে অনুমোদন করা ও পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য সুপারিশ করা;

(খ) নিবন্ধিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন জেলের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হলে উহা পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(গ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

১০.০ সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দায়িত্ব:

(ক) জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন ফরম সংরক্ষণ, বিতরণ এবং গ্রহণ।

(খ) প্রাপ্ত আবেদন ফরম যাচাই ও সুপারিশ গ্রহনের জন্য উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটিতে উত্থাপন।

(গ) কমিটির সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ।

(ঘ) নিবন্ধিত জেলেদের নিবন্ধন রেজিস্টার এবং ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা।

(ঙ) কমিটি প্রদত্ত এই নির্দেশমালার অধীন অন্য কোন পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ।

১১.০ জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহনের জন্য আবেদনের ফরম:

নিম্নবর্ণিত ফরমে প্রত্যেক জেলেকে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহনের জন্য আবেদন করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন,
রমনা, ঢাকা-১০০০।

ছবি

জেলে নিবন্ধন ফরম

ডাকঘর ঃ উপজেলা ঃ জেলা ঃ বিভাগ ঃ

১. নাম ঃ ..... (বাংলায় - ছাপার অক্ষরে)

ঃ ..... (English – CAPITAL LETTER)

২. জাতীয় পরিচয়পত্র নং ঃ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

৩. লিঙ্গ ঃ ☐ পুরুষ ☐ মহিলা

৪. মাতার নাম ঃ .....

৫. পিতার নাম ঃ .....

৬. স্বামী/স্ত্রীর নাম ঃ .....

৭. জন্ম তারিখ ঃ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ জন্মস্থান (জেলা) ঃ .....
দিন মাস সাল
(কেবল ০১/০১/১৯৯৫ খ্রি. তারিখ বা তার পূর্বে জন্মগ্রহণকারী জেলে তালিকাভুক্ত হবেন)

৮. ০১-০১-২০১৩ তারিখে বয়স ঃ .....বছর ..... ☐ ..... ☐ ☐ ☐ ☐

৯. ধর্ম ঃ ইসলাম সনাতন বৌদ্ধ খৃষ্টান অন্যান্য .....

১০. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ☐ শুধু পড়তে পারে ☐ শুধু স্বাক্ষর জানে ☐ পঞ্চম শ্রেণি ☐ অষ্টম শ্রেণি
☐ এসএসসি ☐ এইচএসসি ☐ স্নাতক বা তদুর্ধ ☐ নিরক্ষর

১১. বৈবাহিক অবস্থা ঃ ☐ অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ তালাকপ্রাপ্তা ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা

১২. পরিবারের সদস্য সংখ্যা ঃ .....জন ☐ স্বামী/স্ত্রী ☐ মাতা ☐ পিতা ☐ কন্যা ☐ পুত্র ☐ অন্যান্য .....

১৩. জাতীয়তা ঃ ☐ বাংলাদেশী (জন্মসূত্রে)

১৪. বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রাম/বাড়ী নং- ..... ওয়ার্ড নং- ..... ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন .....

১৫. স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম/বাড়ী নং- ..... ওয়ার্ড নং- ..... ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন .....

১৬. দৃশ্যমান সনাক্তকরণ চিহ্ন ঃ .....

১৭. মোবাইল নম্বর (যদি থাকে) ঃ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

১৮. পেশা ঃ ক) প্রধান পেশা ..... খ) সহযোগী পেশা(সমূহ) .....

১৯. বার্ষিক আয় ঃ .....টাকা ক) প্রধান পেশা থেকে আয় ..... টাকা।
খ) সহযোগী পেশা(সমূহ) থেকে আয় ঃ ..... টাকা।

২০. মৎস্য আহরণকাল ঃ ☐ ৪ মাস ☐ ৬ মাস ☐ ৯ মাস ☐ সারা বছর

২১. মৎস্য আহরণস্থল ঃ ☐ নদী ☐ ভূমি ☐ বিল ☐ হাওর ☐ বাঁওড়
☐ উপকূল ☐ সমুদ্র ☐ খাল ☐ অন্যান্য .....

২২. আহরিত মাছের ধরণ ঃ ☐ কার্প মাছ ☐ ইলিশ ☐ আইর/পাঙ্গাস ☐ SIS ☐ অন্যান্য.....

২৩. মৎস্য আহরণ সরঞ্জামের ধরণ ঃ ☐ ফাঁদ ☐ শুধু জাল ☐ জাল ও নৌকা ☐ ট্রলার ☐ বড়শি ☐ অন্যান্য.....

২৪. সরঞ্জামের নাম ঃ ক) ..... খ) ..... গ) ..... ঘ) .....

২৫. মৎস্য আহরণের ধরণ ঃ ☐ একা মাছ ধরে ☐ দলভাবে বদ্ধ মাছ ধরে

২৬. দলে জেলের সংখ্যা ঃ ☐ ২-৫ জন ☐ ৬-৯ জন ☐ ১০-১৪ জন ☐ ১৫ জন বা তদুর্দ্ধ

২৭. জালের মালিকানা ঃ ☐ জেলে (একক) ☐ জেলে (দলের সবাই) ☐ মহাজন ও জেলে (অংশীদারী)
☐ মহাজন (একক) ☐ মহাজন (যৌথ) ☐ প্রযোজ্য নয়

২৮. নৌযানের ধরণ ঃ ☐ অযান্ত্রিক ☐ যান্ত্রিক ☐ ফিশিং ট্রলার

২৯. নৌযানের মালিকানা ঃ ☐ জেলে (একক) ☐ জেলে (দলের সবাই) ☐ মহাজন ও জেলে (অংশীদারী)
☐ মহাজন (একক) ☐ মহাজন (যৌথ) ☐ প্রযোজ্য নয়

৩০. নৌযানের আকার ঃ দৈর্ঘ্য-..... মিটার; প্রস্থ-..... মিটার, উচ্চতা-..... মিটার

৩১. নৌযানের মূল্য ঃ .....টাকা

৩২. জালের আকার ঃ দৈর্ঘ্য-..... মিটার; প্রস্থ-..... মিটার, উচ্চতা-..... মিটার

৩৩. জালের মূল্য ঃ .....টাকা টাকার উৎস .....

৩৪. নৌযানে নিযুক্তির ধরণ ঃ ☐ শ্রমিক ☐ নিজে মালিক ☐ অংশীদার (জেলে/মহাজন) ☐ অংশীদার (জেলে/জেলে)

৩৫. মাছ বিক্রির স্থান ঃ ☐ মহাজনের আড়ত ☐ যেকোন আড়ত ☐ বাজারে পাইকারি ☐ বাজারে খুচরা ☐ নৌকায়

৩৬. বার্ষিক সঞ্চয়/ঋণ ঃ ☐ ৬ হাজার পর্যন্ড় ☐ ৭-১২ হাজার ☐ ১৩-১৮ হাজার ☐ ২৫ হাজার+ ☐ শূন্য

৩৭. জীবিকার আপদকাল ঃ ☐ ২ মাস পর্যন্ড় ☐ ৩-৪ মাস ☐ ৫-৬ মাস ☐ প্রযোজ্য নয়

উপরোক্ত তথ্যাবলী সঠিক। কোন তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে আইনানুগ শাস্তি মেনে নিতে বাধ্য থাকবো।

.....
তথ্য প্রদানকারীর নাম, স্বাক্ষর/টিপসহি

.....
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম, স্বাক্ষর ও সিল

.....
সনাক্তকারীর নাম, স্বাক্ষর ও সিল

.....
যাচাইকারী (এফএ/এএফও)-র নাম, স্বাক্ষর ও সিল

.....
সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল

..... এখানে কেটে তথ্য প্রদানকারী জেলেকে দিন .....

প্রাপ্তি রশিদ

ফরম নং- ০০০০০০০১

নাম ঃ.....পিতার/স্বামীর নাম ঃ.....

(..... .....) ।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর.....

১২.০ **জেলে পরিচয়পত্র ফরম:** নিম্নবর্ণিত ফরমে পরিচয়পত্র প্রস্তুত করতে হবে।

	Government Of the People's Republic of Bangladesh DEPARTMENT OF FISHERIES	
	FISHERMAN ID CARD Issued on:	

Photo	নাম		
	Name		
	পিতার নাম		
	মাতার নাম		
	Date of Birth		
	Sex		
	The Holder is a Fisherman of Bangladesh		Director General

NID NO.						FID NO.	
ঠিকানা	:	মহল্লা/গ্রাম	:		ইউনিয়ন	:	
ডাকঘর			:		উপজেলা	:	
জেলা			:				
Address	:	Mohalla/Vill	:		Union	:	
P.O			:		UPazila	:	
District			:				
এই কার্ডটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। কার্ডটি ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য অফিসে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।							
This card is the propetry of the Government of Bangladesh if found, please return to : Department of Fisheries, Dhaka, Bangladesh							
বারকোড							

১৩.০ বিবিধ

১২.১ এই নীতিমালা জারির পূর্বে প্রকল্পের আওতায় যে সকল নিবন্ধিত জেলের অনুকূলে পরিচপত্র প্রদান করা হয়েছে ঐ সকল জেলে এই নীতিমালার আওতায় নিবন্ধিত এবং পরিচয় পত্র ইস্যুকৃত মর্মে গণ্য হবে।

১২.২ এই নীতিমালার আওতায় যে সকল জেলেদের নিবন্ধিত করা হবে এবং পরিচয়পত্র প্রদান কর হবে তাদের নিবন্ধন নম্বর ইতোপূর্ব প্রদত্ত সর্বশেষ নিবন্ধন ক্রমিক নম্বর এর পরে ক্রম নম্বর শুরু হবে।

১২.৩ কোন কারণে ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে তা এ নীতিমালার আওতায় ও পদ্ধতিতে প্রদান করা যাবে।

১২.৪ এ নীতিমালার আওতায় ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র জাতীয় পরিচয় পত্রের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার যোগ্য হবে না এবং এই নীতিমালার উদ্দেশ্য ও প্রযোজ্য ক্ষেত্র ব্যতীত ব্যবহার করা যাবে না।

১২.৫ পরিচয় পত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পরিচয়পত্রধারীর|